ekdin_page_3_Layout 1 6/20/2026 10:34 PM Page 1

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা, ২১ জুন ২০২৬, ৭ আষাঢ় ১৪৩৩, রবিবার

তিলোত্তমার আকাশে ৩,০০০ ড্রোনের আলোর জাদু

আজ রেড রোডে যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রাক্কালে শনিবার রাতে গঙ্গাবক্ষে ৩,০০০ ড্রোনের মেগা লাইট শোতে সেজে উঠল কলকাতার আকাশ। মিলেনিয়াম পার্ক ও প্রিন্সেপ ঘাট সংলগ্ন গঙ্গার উপর আয়োজিত এই প্রদর্শনী দেখতে সন্ধ্যা থেকেই উপচে পড়ে কৌতূহলী মানুষের ভিড়। শনিবার

রাত ৮টা থেকে শুরু হওয়া ড্রোন শো-তে যোগের বিবর্তন, মানবদেহের সাতটি চক্র এবং বিভিন্ন যোগাসনের প্রতিরূপ আকাশে ফুটিয়ে তোলা হয়। পাশাপাশি স্বামী

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আলোক-অবয়বও বিশেষভাবে দর্শকদের নজর কাড়ে। এদিনের

ড্রোন শোকে ঘিরে গঙ্গার পাড়ে বিকেল থেকেই চলতে থাকে 'বন্দে যোগম' সাংস্কৃতিক কার্নিভাল। লোকসংগীত, নৃত্য পরিবেশনা, লেজার শো এবং যোগ দিবসের থিমে স্যান্ড আর্ট প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্যোগে কলকাতায় দু'দিনের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। শনিবারের ড্রোন শো ছিল তারই অংশ। আজ সকালে শহরের রেড রোডে অনুষ্ঠিত হবে যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান। সেখানে যোগাভ্যাসে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর উপস্থিতিতে হাজার হাজার মানুষ একযোগে যোগচর্চায় অংশ নেবেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিকে ঘিরে রেড রোড ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় স্তরের এই অনুষ্ঠানের জন্য শনিবার থেকেই কলকাতা কার্যত যোগ দিবস উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

টাকি পুরসভা এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিসকে চ্যালেঞ্জ

মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: টাকি পুরসভা এলাকায় বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নোটিস। সেই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে আবার মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। এদিকে এত বছর বাদে ঘুম ভাঙায় পুরপ্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, যে চেয়ারম্যানের অনুমতিতে এই সমস্ত বেআইনি নির্মাণ, তাঁর চিহ্নিতকরণের কাজে পক্ষপাতদুষ্টের অভিযোগও তোলা হয়েছে।

গত ১৫ মে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় পুর প্রশাসনকে অবিলম্বে এক্তিয়ার বহির্ভূত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই মতো পুর প্রশাসনের তরফে ইছামতী নদীর বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেল কর্তৃপক্ষকে ডেমোলিশন নোটিস জারি করা করে। পুরসভার দাবি, সংশ্লিষ্ট ভবনের নির্মাণকাজ অনুমোদিত নকশার বাইরে বা নকশার বাইরে গিয়ে কাজ করা হয়েছে। পরিদর্শন ও নথিপত্র যাচাইয়ের পর দেখা গিয়েছে, ভবনের কিছু অংশ অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

সংশ্লিষ্ট পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ইছামতীর তীরবর্তী অঞ্চল-সহ টাকির বিভিন্ন বাণিজ্যিক এলাকার প্রায় ৫৬টিরও বেশি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানকে আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। টাকি পুরসভার পক্ষ থেকে জারি করা অফিশিয়াল ডিমোলিশন অর্ডার নোটিসটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গত ১৭ জুনএই উচ্ছেদ নোটিশ জারি করা হয় ।

১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইনের ২০০ ও ২২০ নম্বর ধারা এবং ২০০৭ সালের বিল্ডিং রুলসের ৩২ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, অনুমোদিত নকশার বাইরে গিয়ে বা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মিত এই অংশগুলি আগামী সাতদিনের মধ্যে নিজস্ব দায়িত্বে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় পুরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানানো হয়। একইসঙ্গে, নির্দেশ কার্যকর করার পর তার রিপোর্ট পুরসভায় জমা দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালন না করা হলে পুরসভা নিজ উদ্যোগে ভাঙার কাজ করতে পারে। তার ব্যয় সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছ থেকে আদায় করা হতে পারে বলেও নোটিসে উল্লেখ করা হয়। আর এই নোটিস ঘিরেই বিতর্ক। এদিকে পুরসভার এই কঠোর পদক্ষেপের পর হোটেল মালিকরা আতঙ্কে অনেকেই নিজেদের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয়রা জানান, তৃণমূলের জামানায় এই অবৈধ হোটেলের কারবারের জন্য টাকির সুনাম অনেকটাই মাটিতে মিশে গিয়েছিল। এই যে একের পর এক তালা পড়ছে, এতে একদিকে যেমন এলাকাবাসী খুশি, তেমনই পর্যটকরাও যারা এখানে এসে পরিবার নিয়ে সামাজিক বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তেন, তারাও আশা এখন করছেন আগামিদিনে এই সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকবে এবং পুনরায় পর্যটকরা স্বমহিমায় টাকিতে আসতে শুরু করবেন। তবে পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠেছে যে, এক সময় যে চেয়ারম্যান নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন, তারাই আবার বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করবেন? আইনি পদক্ষেপ নেবেন? বিজ্ঞপ্তি কতটা সঠিক কার্যকর হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাসিন্দাদের দাবি, মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে তদন্ত হোক।

বিজেপি নেত্রীর পোস্ট শেয়ার করে মহুয়াকে তোপ কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কোনও এক সময়ের দলের সহযোদ্ধা থেকে এখন প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। সেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বই এবার নতুন মাত্রা পেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। সদ্য এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া বারাসাতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের মধ্যে বাকযুদ্ধ ঘিরে শনিবার রাজনৈতিক মহলের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে হাতিয়ার করে এদিন মহুয়াকে বেনজির রাজনৈতিক আক্রমণ করলেন কাকলি।

ঘটনার সূত্রপাত সংসদ ভবনে। শুক্রবার সংসদে প্রবেশের সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের করা অভিযোগের প্রসঙ্গে কল্যাণের কাছে প্রশ্ন রাখা হলে তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন, সে বিষয়ে আসিনি।

যদিও সেই সময়ই মহুয়া মৈত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্তব্য করেন, কল্যাণদার এত খারাপ দিন আসেনি যে, কাকলিদির বিষয়ে কথা বলতে আসতে হবে। সেই মন্তব্যের ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।ভিডিওটি শেয়ার করে বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ মহুয়াকে আক্রমণ করে লেখেন, নীতিহীন, দুর্মুখ মহুয়া মৈত্রকে কেউ দয়া করে বলুন যে, কাকলি ঘোষ দস্তিদার একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসক। অথবা সম্ভবত ওঁর কাছে এখন আঙুর ফল টক। এরপরই সেই বিতর্ক আরও তীব্র হয়। কেয়া ঘোষের সেই পোস্ট নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। শুধু তাই নয়, মহুয়া মৈত্রকে নিশানা করে তিনি লেখেন, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বিক্রি করার কারণে তাঁর বহিষ্কৃত হওয়ার ঘটনাও এখনও কেউ ভোলেননি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কাকলির এই প্রতিক্রিয়া তাঁর প্রাক্তন দল তৃণমূলের প্রতি দূরত্ব আরও স্পষ্ট করল।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ মে কেয়া ঘোষ একটি পোস্টে দাবি করেছিলেন, তৃণমূলের পুরনো নেতারা ধীরে ধীরে দল ছাড়ছেন এবং ভবিষ্যতে দলে শুধু পিসি আর ভাইপো থাকবেন। সেই পোস্টে কাকলি ঘোষ দস্তিদার কোনও আপত্তি না জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, কেমন আছো গো? রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই সৌজন্য বিনিময়ের মধ্যেই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া গেছিল।

পুলিশের বদলি-পদোন্নতি করাতে পারতেন কামদার, দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের বদলি, পদোন্নতি ও তদন্তের গতিপ্রকৃতি বদলে দিতে পারেন, এমনই এক প্রভাবশালীর ভাবমূর্তি তৈরি করেছিল রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ধৃত জয় কামদার। তার বিরুদ্ধে জোর করে জমি দখলের মামলা রয়েছে। কলকাতা পুলিশের ডিসি পদমর্যাদার অফিসার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস শুধু নয়, পুলিশ, আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল জয়ের। দুর্নীতির মাধ্যমে ৪৭.৮৭ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। জমি দখলের মামলায় জমা দেওয়া চার্জশিটে এমনটাই দাবি করেছে ইডি। চার্জশিটে ইডি জয়ের সঙ্গে এক পুলিশ আধিকারিকের চ্যাটের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছে। সেখানে ওই অফিসার ওসি হওয়ার পর জয়কে লিখেছেন, আপনার স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদের কারণেই ওসি হয়ে কাজে যোগ দিতে পারলাম। ওই অফিসার ইনসপেক্টর হন ২০২২ সালে। এক বন্ধুর মাধ্যমে ওই ইনসপেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয় জয় কামদারের। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, জয়ের বাড়িতে কালীপুজোয় একাধিক পুলিশ কর্তা, আমলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেতেন।

একইসঙ্গে ইডি চার্জশিটে জানিয়েছে, বজবজ এলাকার এক ব্যবসায়ীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিয়েছিল জয়। তিনি রবীন্দ্র সরোবর থানায় অভিযোগ করলেও কোনো পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। উলটে কালীঘাট থানার এক আধিকারিক বদলি হয়ে রবীন্দ্র সরোবর থানায় এলে প্রভাব খাটিয়ে ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন জয়। বজবজের ওই ব্যবসায়ী লালবাজারে গেলেও সুরাহা মেলেনি। উলটে আপসে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়। এমনকী, বেহালার এক ব্যবসায়ীর অভিযোগও গুরুত্ব দেয়নি থানা।

CONFEDERATION OF WEST BENGAL TRADE ASSOCIATIONS

Find balance through movement, mindfulness, and inner peace.

CWBTA

cwbta.in
Mob: 9163361616

21ST JUNE

International YOGA DAY

Mental Clarity

Physical Wellness

Peaceful Living

Join Us.

"Yoga for Everyone – Students, Professionals, Traders, Workers, Entrepreneurs, Administrators, and Families for a Healthier and Happier Nation."

* Programme * 5:30 AM - 6:00 AM: Felicitation Ceremony; 6:00 AM onwards: Yoga Session at Mohar Kunja , Kolkata

Prime Minister Narendra Modi Ji LIVE from RED ROAD

SUPERTRON empowering partnerships
SIGMA 24 ENERGY Rechargeable Solutions
Elkos BALL PEN GEL PEN SKETCH PEN
DROLIA CHEMICALS
BHAJANLAL
PRITAM SWITCH ON THE GOOD TIMES
RG Cellulars PRIVATE LIMITED
Mala COTTON SAREES
অতিথী Active Health
JASORIYA SUN BRAND PUFFED RICE BURDWAN WEST BENGAL
JASORIYA RICE MILL